# গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)

স্থাপনা ঃ ১৯৭২
১৮ মদন বড়াল লেন, কোলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন ২২৩৭ ৬৪৫৯

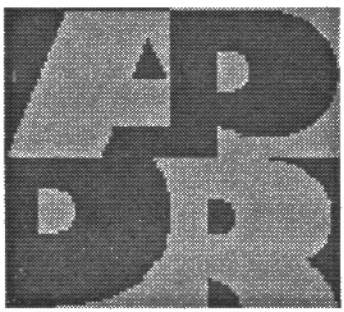


## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

## গঠনতন্ত্র

(২৩ ডিসেম্বর, ২০১২ রিষড়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র সংশোধনের' জন্য আহূত বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত।)

■

## সদস্যপদের আবেদনপত্র

■

## মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

মার্চ ২০১৩

# গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি

## লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. নাগরিক তথা জনসাধারণের গণতান্ত্রিক, নাগরিক এবং মানবাধিকার রক্ষাই গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জীবনের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমিতি করার অধিকার, মিটিং-মিছিল করার স্বাধীনতা, সুনিশ্চিতভাবেই মৌল, অনপনেয় ও চিরন্তনভাবে অপরিহারযোগ্য গণতান্ত্রিক অধিকার এবং ভারতের সাংবিধানিক অধিকারের (অবশ্যই বেশ কিছু আপত্তিকর ও অগণতান্ত্রিক বিধিনিষেধ সহ) অন্তর্গত । তাই এই অধিকারগুলিকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মুখ্য দিক। ভারতের সংবিধানের যে সব ধারা মানুষের অধিকারকে খর্ব করে, সেগুলিকে বাতিল করার এবং যেসব অধিকার এখনো সংবিধানে স্বীকৃত নয়, সেগুলির স্বীকৃতি অর্জনের জন্য জনমত ও আন্দোলন গড়ে তুলতে সমিতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

২. পাশাপাশি ১৯৪৮ সালের ১০-ই ডিসেম্বর গৃহীত 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের মানুষ হিসেবে পূর্ণ মানবিক মর্যাদার সুরক্ষা সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূক্ত। একই ভাবে যে কোন ধরণের দৈহিক বা মানসিকনির্যাতন নিপীড়ণ ও হিংসা, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও নৈতিক অবমাননাকর আচরণের হাত থেকে অব্যহতি পাওয়া, জীবিকা ও কর্মসংস্থানের অধিকার, খাদ্য পাওয়ার অধিকার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বাসস্থানের অধিকার, যাবতীয় লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান , আইন অনুসারে পক্ষপাতহীন বিচার পাওয়ার অধিকার, বিনা বিচারে বন্দী না হওয়ার অধিকার, রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা পাওয়ার অধিকর, সমস্ত বন্দীর যে কোনো ধরনের বন্দীশালায় মানবিক জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা পাওয়ার অধিকার, চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের এবং মতপ্রচার করার স্বাধীনতা, সংস্কৃতির অধিকার , তথ্য জানার অধিকার, ধর্মবিশ্বাস বা না-বিশ্বাসের অবাধ স্বাধীনতা—এই সমস্তকেই সমিতি মানবাধিকার তথা নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের অঙ্গ বলে মনে করে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে উক্ত অধিকার সমূহের প্রতি অকুণ্ঠ ও পূর্ণ নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে। প্রয়োজন, গুরুত্ব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এই সব অধিকার অর্জন, রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য সমিতি সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়।

৩. 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে' ঘোষিত নাগরিক তথা রাজনৈতিক অধিকারগুলি, মৌলিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুচ্ছকে এবং পরবর্তী কয়েক দশক ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদ

(কোভেন্যান্ট) গুলোতে—যেমন, **'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ', 'সমস্ত রকমের নির্যাতন বিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ', 'অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ', 'নারীর অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ', 'শিশুদের অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ', 'বর্ণবৈষম্য বিরোধী অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ', 'মহিলাদের উপর সমস্ত ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ', 'ভাষা সম্পর্কিত অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ'** -এ স্বীকৃত অধিকারগুলিকেও সমিতি মানবিক তথা নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের অন্যতম মৌল অংশ বলে বিবেচনা করে এবং ঐ সনদগুলি ভারতে কার্যকরী করার লক্ষ্যে সমস্ত প্রচেষ্টা ও চলমান আন্দোলনের ধারাকে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের অংশ বলে মনে করে। ঐ সনদগুলিতে স্বীকৃত ও উল্লিখিত একাধিক জনগোষ্ঠী / কৌম বা সমূহ / সমষ্টির অধিকারকেও—যেমন জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, 'উন্নয়নের' নামে জনগোষ্ঠীর উচ্ছেদ, নিরাশ্রয় ও নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, বর্ণ / জাতিগত নির্মূলীকরণ (cleansing)-এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার, বিভিন্ন প্রান্তিক গোষ্ঠীর অধিকার, দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের এবং বয়স্ক নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার ইত্যাদিকেও সমিতি মানবিক তথা নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের অঙ্গ বলে বিবেচনা করে।

৪. ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৃত্যুদণ্ড প্রথা চিরতরে বিলোপ করার দাবি ও আন্দোলনকে সমিতি মানবাধিকারের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করে এবং ভারতেও মৃত্যুদণ্ড প্রথা বাতিল করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলা এবং **'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ'** -এর (মৃত্যুদণ্ড বিলোপ সংক্রান্ত) দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রোটোকোলে ভারত সরকারের স্বাক্ষর করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলা নিজের কর্তব্য বলে মনে করে।

৫. জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার ও সুস্থ পরিবেশের জন্য মানুষের লড়াইকে সমিতি গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা আন্দোলনের অংশ বলে মনে করে এবং সাধ্যমত এই সব আন্দোলনের সমর্থনে সংহতি আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে।

৬. একই সঙ্গে সমিতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' বা অধিকার সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সনদগুলিতে কিছু কিছু ধারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলিকে দেশে দেশে উদ্ভূত 'বিশেষ পরিস্থিতির' সুযোগে ব্যবহার করে রাষ্ট্রশক্তি সনদগুলোতে স্বীকৃত অধিকারগুলিকেই খর্ব করে। সমিতি ঐ অধিকার হরণকারী ধারাগুলিকে নিঃশর্ত বাতিলের দাবি করে। উক্ত ঘোষণাপত্রে বা আন্তর্জাতিক সনদগুলিতে স্বীকৃত অধিকারগুলিকেই যে সমিতি অধিকারের শেষ সীমা বলে মনে করেনা, তা-ও স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করে।

অধিকারের ক্ষেত্রগুলি বিস্তৃত করার জন্য জনমত গঠন ও মতবিনিময় করা সমিতি নিজের অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করে। দেশব্যাপী মানবাধিকার, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে সাধ্যমত সহায়তা করাকেও সমিতি তার অন্যতম দায়িত্ব বলে মনে করে। অধিকার সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তি/ঘোষণাপত্র ও কনভেনশনগুলি বা সেগুলির ঐচ্ছিক প্রোটোকোলগুলিতে স্বাক্ষর করা, ratify করা ও দেশে তা প্রকৃত অর্থে কার্যকর করার দাবির সপক্ষে সমিতি জনমত গড়ে তোলে। একই সঙ্গে সমিতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, অধিকার সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সনদ/চুক্তি/ঘোষণাপত্র ও কনভেনশনগুলি গ্রহণ করা না করার বিষয়টি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মর্জির উপর ছেড়ে রাখা যায় না।

৭: ভারতের মত দেশে তীব্র ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় মৌলবাদ. দলিত, হরিজন ও অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের উপর উচ্চবর্ণের লাগাতার আগ্রাসন, যুদ্ধ উন্মাদনা, রাজনৈতিক সন্ত্রাস প্রায়শঃই নাগরিক সমাজের ওপর, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধের ওপর চরম আঘাত হানে ও ক্ষতি সাধন করে বলে সমিতি মনে করে এবং তার বিরুদ্ধে নাগরিকদের একক বা যৌথ চলমান সংগ্রামকে নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে এবং প্রয়োজন ও সামর্থ্যমত এসবের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সচেষ্ট থাকে। ভারতের সংবিধানের অন্তর্গত দেশে জরুরী অবস্থা জারী করার ক্ষমতা, নির্বাচিত রাজ্য সরকারকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাতে অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থাগুলিকে ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাকে সমিতি অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বলে মনে করে ও তা বাতিলের দাবি জানায়।

৮. সমিতি রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার নীতি এবং এই সংক্রান্ত আইনগুলির তীব্র বিরোধিতা করে এবং এই সব আইন ও নিষিদ্ধকরণের নির্দেশনামা বাতিলের দাবিতে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলে।

৯. সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি এবং যে কোনো ধরনের বন্দীশালায় থাকাকালীন তাঁদের রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদার দাবিতে আন্দেলন গড়ে তোলা সমিতির কাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১০. সমিতি গণতান্ত্রিক, নাগরিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী **বেআইনী কার্যকলাপ নিরোধক আইন** (UAPA) **সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন** (AFSPA), **জাতীয় অনুসন্ধান সংস্থা আইন** (NIA) সহ সমস্ত কালাকানুনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলে এবং সেগুলি বাতিলের দাবি জানায়। একই সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC) র **দেশদ্রোহিতার ধারা** (Sec 124 A)-র মত বিভিন্ন আইনের যে সব ধারা ভিন্নমতের অধিকার ও গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করে সেগুলি বাতিলের দাবি

জানায়। এই সব দাবির সপক্ষে জনমত গড়ে তোলা সমিতি নিজের কর্তব্য বলে মনে করে।

১১. সমস্ত পেশাতেই ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, সাধারণ সরকারী কর্মচারীদের যে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার ও লোকসভা বা বিধানসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার, জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনে ফিরিয়ে আনার অধিকার ও ভোট পত্রে অপছন্দের অধিকারকে স্বীকৃতিদানের দাবি—এগুলিকে সমিতি গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের দাবির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে এবং এগুলির প্রতি অকুণ্ঠ ও পূর্ণ নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করে। নাগরিকদের ভোটদানে বিরত থাকার এবং নির্ভয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকারকে সমিতি গণতান্ত্রিক অধিকারের অঙ্গ বলে মনে করে। সম্ভবপর ক্ষেত্রে সমিতির লক্ষ্য ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী জনমত গঠনের ও এই সব অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত উদ্যোগের প্রতি সংহতি ও সমর্থন জানায়।

১২. বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য দেশের বিভিন্ন অংশের সশস্ত্র বিরোধী গোষ্ঠীগুলির আইনী বা অপ্রকাশ্য নির্বিশেষে সশস্ত্র বা অসশস্ত্র বিক্ষোভ-আন্দোলন-সংগ্রামকে শাসক দল বা রাষ্ট্র রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে, নীতি হিসেবে হিংস্র বলপ্রয়োগকেই একমাত্র অথবা প্রধান পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর ফলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাত্রা ক্রমবর্দ্ধমান। নির্যাতন ও নিপীড়ণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। সমিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করছে যে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার নতুন নতুন কায়দায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনছে ঃ মানবাধিকার কর্মী বা রাজনৈতিক কর্মীদের সরাসরি বা ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা বা অপহরণ করে হত্যার পাশাপাশি ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে বা অধঃপতিত রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠিত করে, তাদের দিয়ে সশস্ত্র দল গঠন করে মানবাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবিশেষকে বা তাঁদের পরিবারবর্গকে ভয় দেখাচ্ছে, হুমকি দিচ্ছে ও হত্যা করাচ্ছে। সরকারী বাহিনীগুলির নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে এই সব সশস্ত্র গোষ্ঠী সাধারণ মানুষের উপরও অবাধে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন চালাচ্ছে। সরকারী ক্ষমতায় আসীন শাসক দলগুলি পুলিশের ছত্রছায়ায় সশস্ত্র বাহিনী তৈরী করে রাজনৈতিক বিরোধী ও সাধারণ মানুষের উপর হত্যা ও সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এ রাজ্যেও বিগত বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের শাসনে একই নীতি অনুসৃত হয়েছিল। সেই সরকারের অবসানের পরও একই ধারায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সংস্কৃতি অব্যাহত থাকার সমস্ত লক্ষ্মণই সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রের অনুসৃত এই নীতি মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে সমিতি মনে করে ও এই ঘৃণ্য নীতিকে বিরামহীনভাবে উন্মোচন করা ও পরাস্ত করার লক্ষ্যে এর বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে সমিতি অঙ্গীকারবদ্ধ।

রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সশস্ত্র বাহিনীগুলির ধারাবাহিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে সমিতি নাগরিক অধিকার আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে এবং সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও এই আন্দোলন সক্রিয় রাখার অঙ্গীকার করে। সমাজে বিদ্যমান অসাম্য, দারিদ্র, শোষণ, জাতিবিদ্বেষ, পুরুষপ্রাধান্য, মজুরী বৈষম্য এবং বিভেন্ন স্তরে ক্ষমতার আস্ফালনের মধ্যে নিহিত কাঠামোগত সন্ত্রাস ও হিংসাও ব্যাপক মানুষকে সন্ত্রস্ত করে রাখে। সমিতি দেশের বিভিন্ন অংশে চলমান বিভিন্ন চরিত্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য আন্দোলনগুলিকে বলপ্রয়োগের দ্বারা দমন করার পথকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, রাজনৈতিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান বা নিস্পত্তিই একমাত্র পথ, এমনকি এ সব আন্দোলন সশস্ত্র হলেও।

১৩. সমিতি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এ-ও লক্ষ্য করছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়ও সমস্ত পক্ষের পালনীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার সংক্রান্ত ধারণাগুলির পরিপন্থী কার্যকলাপ ঘটাচ্ছে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানবাধিকারের অযৌক্তিক, নির্বিচার ও পরিহারযোগ্য অবমাননা ঘটাচ্ছে। সমিতি এ ধরণের কার্যকলাপের বিরোধিতা করে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে মানবাধিকার তথা মানবতার সর্বজনীন আদর্শ ও ধারণাগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানায়।

১৪. অধিকার আন্দোলনের বিস্তৃতির মুখে, দেশের ও বিদেশের জনমতের চাপে এবং বৈদেশিক ঋণদান কর্মসূচীর অংশ হিসেবেও বটে ভারতে মানবাধিকার রক্ষা আইন পাশ হয়েছে ১৯৯৩ সালে এবং এই আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে। পরবর্তী বছরগুলিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন বিধিবদ্ধ মহিলা কমিশন, শিশু অধিকার কমিশন, অনুসূচিত জনজাতি কমিশন, তথ্য কমিশন এর মতো অধিকার সংক্রাত বিষয়ে বেশ কয়েকটি কমিশন গঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও তথ্যের অধিকার, গার্হস্থ হিংসা প্রতিরোধ, কর্মস্থলে যৌননিগ্রহ প্রতিরোধ এর মতো বিষয়গুলিতে কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছে এবং কিছু কিছু সরকারী ব্যবস্থাপনা ও আধিকারিক দপ্তর গঠিত হয়েছে। এই সব কমিশন, আইন, দপ্তর ও ব্যবস্থাপনাগুলি মানবাধিকার ও অন্যান্য অধিকার রক্ষায় যে সীমিত ভূমিকা পালন করছে সমিতি তার সুযোগ পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে। সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কমিশন, আইন ও দপ্তর ও ব্যবস্থাপনাগুলির সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে এবং ঐ সমস্ত সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ঐ সমস্ত কমিশন, আইন, দপ্তর ও ব্যবস্থাপনাগুলির পক্ষে অধিকার রক্ষায় যেটুকু করা সম্ভব সেটুকুও করতে ব্যর্থতাগুলিকে তুলে ধরাকে সমিতি নাগরিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার ও মানবাধিকার আন্দোলনের দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে।

১৫. 'বিশ্বায়নে'র নামে সারা পৃথিবীতে আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত একমাত্রিক নয়া উদারনৈতিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবার যে কর্মসূচী চালানো হচ্ছে, তাতে এ দেশের নাগরিকদেরও সব ধরনের নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার নতুন অধ্যায় চলছে ১৯৯০ এর দশকের সময় থেকে। সমিতি এই আক্রমণের বিরুদ্ধে, অধিকারগুলি রক্ষার জন্য সাধ্য-সামর্থ মত জনমত গড়ে তোলা ও আন্দোলন সংগঠিত করা নিজের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে। ❑

=======❑=======

# গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি

## গঠনতন্ত্র

### প্রস্তাবনা

ভারতের সীমিত গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর নগ্ন আক্রমণের পটভূমিতে জনসাধারণের নাগরিক, গণতান্ত্রিক ও সাধারণ মানবিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের পবিত্র উদ্দেশ্য পালনের জন্যই এই সমিতির প্রতিষ্ঠা।

এই মহান উদ্দেশ্যে সমিতি সম মনোভাবাপন্ন যে কোনো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন, গোষ্ঠী ও ব্যক্তি মানুষের সহযোগিতায় এই উদ্দেশ্য সাধনে সমিতি নিরবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

১। **সমিতির নাম** ঃ গণতান্ত্রিক অধিকার সমিতি । Association for Protection of Democratic Rights (সংক্ষেপে APDR)

২। **(ক)** গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকার রক্ষায় আগ্রহী, সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন এমন যে কোন ভারতীয় নাগরিক সমিতির সদস্য হতে পারবেন। তাঁর বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে এবং তাঁকে সমিতির গঠনতন্ত্র ও নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে।

২। **(খ)** যে সমস্ত শুভানুধ্যায়ী সমিতির সক্রিয় সদস্য হবেন না, তাঁরা সমিতির 'শুভানুধ্যায়ী সদস্য' হতে পারবেন। শুভানুধ্যায়ী সদস্যের নিম্নতম বয়সসীমা ১৮ বছর।

৩। সমিতির উপার্জনশীল সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ৪০ টাকা এবং অনুপার্জনশীল সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা।

ভবিষ্যতে চাঁদার হার সম্মেলনের সম্মতিসাপেক্ষে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

সদস্য চাঁদার ৫০ শতাংশ কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা পড়বে। বাকি ৫০ শতাংশ শাখা তহবিলে থাকবে অথবা জেলা স্তরের সংগঠন থাকলে শাখা এবং জেলা স্তরের কমিটির মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে বণ্টিত হবে।

৪। (ক) মূলতঃ নাগরিক অধিকার আন্দোলনকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে ন্যূনতম দশজন প্রাথমিক সদস্যকে নিয়ে সমিতির এলাকা ভিত্তিক শাখা গঠন করা যাবে। শাখা সংগঠন গড়ার প্রস্তুতিসভায় কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। নতুন শাখা এক বছর প্রস্তুতি কমিটি হিসেবে কাজ করার পর, যেখানে জেলা কমিটি থাকবে সেখানে জেলা কমিটির, না থাকলে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে শাখা সম্মেলনে শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হবে। গঠনের প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম ১০ জন সদস্য না থাকলে প্রয়োজনবোধে শাখা প্রস্তুতি কমিটি কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। সর্বনিম্ন ব্লক স্তরে বা থানা স্তরে শাখা কমিটি গঠন করা যাবে।

৪। (খ) শাখা সংগঠনগুলি স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহের উপর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রচার এবং আন্দোলন সংগঠিত করবে। নাগরিক অধিকার ছাড়াও মানবাধিকারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে শাখার চাহিদা ও সাংগঠনিক অবস্থা অনুযায়ী কর্মসূচী গ্রহণের সুযোগ থাকবে।

৪। (গ) শাখা সংগঠনগুলি প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী জেলা কমিটি, জেলা সমন্বয় বা আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি গড়ে তুলতে পারবে। এই স্তরের সংগঠনগুলির মূল দায়িত্ব হবে জেলা বা আঞ্চলিক স্তরে সমিতিকে সংগঠিত করা। যে কোনো শাখাই জেলা কমিটি, জেলা বা আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটি, সাধারণ কাউন্সিল ও সম্পাদকমণ্ডলীর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন। তবে সাধারণতঃ জেলা কমিটি, জেলা বা আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির মাধ্যমেই এই সংযোগ স্থাপন প্রত্যাশিত।

৫। (ক) কেন্দ্রীয় স্তরে একজন প্রধান উপদেষ্টা সহ অনধিক ১০ জনের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী থাকবে। অধিকার আন্দোলন সহ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন সাহিত্য-শিল্প সহ সমাজজীবনে স্বীকৃত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে সম্মেলন এই উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্যদের মনোনীত করবে।

৫। (খ) সমিতির কাজ কেন্দ্রীয় স্তরে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ

কাউন্সিল, একটি সম্পাদকমণ্ডলী ও প্রয়োজনে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে। শাখা, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরের সংগঠন পরিচালনার জন্য কার্যকরী কমিটি গঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় পদাধিকারী সদস্য সহ সকলেই শাখাস্তরে (যেখানে শাখা আছে) সদস্য পদ নেবেন। তবে তাঁদের কাছে শাখা বা জেলাস্তরে সময় দেবার ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করা হবেনা।

৫। (গ) দ্বিবার্ষিক সম্মেলন থেকে কেন্দ্রীয় স্তরে কাউন্সিলের সদস্যগণ, সমিতির সভ্রপতি, প্রয়োজনে একজন কার্যকরী সভাপতি, অনধিক ১২ জন সহ সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, অনধিক ৪ জন সহ সম্পাদক, একজন অফিস সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ, এবং একজন আভ্যন্তরীণ হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচিত হবেন। প্রয়োজনবোধে এঁদের সঙ্গে একাধিক সদস্য নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হবে।

৫। (ঘ) শাখা ও জেলা স্তরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন থেকে একজন সভ্রপতি, এক বা একাধিক সহ সভাপতি, একজন সম্পাদক, এক বা একাধিক সহ সম্পাদক ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হবেন। এঁদের সঙ্গে একাধিক সদস্য নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হবে।

৫। (ঙ) কেন্দ্রীয় স্তরে কাউন্সিল এবং শাখা ও জেলা স্তরে কার্যকরী সমিতি মোট সদস্য সংখ্যার অনধিক ১০ শতাংশ সদস্যকে মনোনীত করতে পারবে।

৫। (চ) দ্বিবার্ষিক সম্মেলন থেকে সাধারণ কাউন্সিল নিম্নলিখিতভাবে গঠিত হবে ঃ

১. পদাধিকার বলে শাখা, জেলা বা আঞ্চলিক সংগঠনের সম্পাদকবৃন্দ ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দ।

২. শাখা দ্বারা নির্বাচিত কাউন্সিল সদস্য—৫০ জন পর্যন্ত সদস্যবিশিষ্ট শাখার ক্ষেত্রে একজন এবং পরবর্তী প্রতি ৫০ জন বা তার অংশের জন্য একজন করে।

৩. সম্মেলনে প্রস্তাবিত সদস্যগণ।

৫। (ছ) প্রত্যেক সদস্য দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ও বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সম্মেলন বা বার্ষিক সাধারণ সভার তিনমাস আগে পর্যন্ত যাঁরা সদস্য হয়েছেন, তাঁরাই শাখা, জেলা বা কেন্দ্রীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ও বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের অধিকারী হবেন। এরপর যাঁরা সদস্য হবেন, তাঁরা পর্যবেক্ষক হিসেবে দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ও বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন। শুভানুধ্যায়ী সদস্যরা পর্যবেক্ষক হিসেবে দ্বিবার্ষিক

সম্মেলনে ও বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৫। (জ) কেন্দ্রীয় দপ্তরে নথিভুক্ত সরাসরি সদস্যদেরও অন্যান্য শাখার মত দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা করতে হবে।

৬। শাখা ও জেলা সম্পাদকদের সভা প্রতি বছরে তিন বার অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ কাউন্সিলের সভা প্রতি দুই মাসে এক বার এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভা, শাখা, জেলা ও আঞ্চলিক সমন্বয় সমিতির কার্যকরী সমিতির সভা প্রতি মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে।

৭। সাধারণ কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, শাখা, জেলা ও আঞ্চলিক সমন্বয় সমিতির কার্যকরী সমিতির সভায় ও সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট স্তরের সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে একজন সহ সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। এঁদের কেউ উপস্থিত না থাকলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে সভা পরিচালনার জন্য একজন সভাপতি নির্বাচিত হবেন। প্রয়োজনে প্রতিটি স্তরের সভা ও সম্মেলন পরিচালনার জন্য সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হবেন।

৮। **(ক)** সম্মেলন, সাধারণ কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, শাখা, জেলা ও আঞ্চলিক সমন্বয় সমিতির কার্যকরী সমিতির সভা ডাকার ও আলোচ্যসূচী উপস্থাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্তরের সম্পাদককে পালন করতে হবে। সাধারণ সম্পাদক বা বিভিন্ন স্তরের সম্পাদক সভা ডাকতে অসম্মত হলে সভাপতি সংশ্লিষ্ট স্তরের সভা ডাকতে পারবেন।

৮। **(খ)** সমিতির শাখা সভাপতি সদস্যদের কাছ থেকে সভা ডাকার আবেদন পাবার ৩০দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক সপ্তাহের নোটিশ দিয়ে সভা না ডাকলে কেন্দ্রীয় দপ্তরে নথিভুক্ত শাখার সদস্যদের অন্ততঃ ৫ জনের অনুরোধক্রমে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অন্ততঃ এক সপ্তাহের নোটিশ দিয়ে যে কোন স্তরের সভা ডাকতে পারবেন।

৮। **(গ)** প্রতিটি স্তরের সম্মেলন এবং সভায় কোরামের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্যসংস্যার অনুপাত হবে ঃ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা—১/৭, সাধারণ কাউন্সিল —১/৪, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, শাখা, জেলা ও আঞ্চলিক সমন্বয় সমিতির কার্যকরী সমিতির সভা—১/৩। কোরামের অভাবে কোনো সভা নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত না হতে পারলে স্থগিত সভা নির্দিষ্ট কোরাম ছাড়াই অনুষ্ঠিত হতে পারবে।

৯। (ক) শাখা, জেলা বা কেন্দ্রীয় সম্মেলন দ্বিবার্ষিক হবে। অন্তর্বর্তী বছরটিতে সংশ্লিষ্ট স্তরে একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় স্তরের বার্ষিক

সাধারণ সভা উত্তর বঙ্গের শাখা সমূহ ও দক্ষিণ বঙ্গের শাখাসমূহের জন্য আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া প্রতি বছর জানুয়ারী থেকে মার্চের মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্তরের বার্ষিক সাধারণ সভা বা দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি বছর ১লা জানুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে সদস্যপদ নবীকরণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় বার্ষিক সাধারণ সভা বা দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের অন্তত ১৫ দিন আগে শাখাগুলিকে সদস্যপদ চাঁদা ইত্যাদি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

৯। (খ) কেন্দ্রীয় বার্ষিক সাধারণ সভা বা দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আগেই শাখাগুলিকে বার্ষিক সাধারণ সভা বা দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন করতে হবে।

১০। দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা, সাধারণ কাউন্সিল, কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, ও কার্যকরী সমিতির সভা ডাকতে হলে কমপক্ষে যথাক্রমে এক মাস, ১৫ দিন ও এক সপ্তাহের নোটিশ দিতে হবে। জরুরী সভা ২৪ ঘণ্টার নোটিশে ডাকা যাবে।

১১। কোনো বিশেষ কারণে বা উদ্দেশ্যে কমিটি গঠনের অধিকার কার্যকরী কমিটির থাকবে।

১২। সমিতির আর্থিক বছর হবে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর। কেন্দ্র, জেলা বা শাখার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিজ নিজ স্তরের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে বা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করতে হবে।

১৩। কেন্দ্র, জেলা বা শাখাস্তরে আর্থিক লেনদেনের জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রাখা যাবে। প্রতিটি স্তরে সমিতির কাজকর্ম পরিচালনার জন্য জনসাধারণ, ব্যক্তিবিশেষ বা কোনো যৌথ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সংগঠনের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ বা গ্রহণ করতে পারবে। ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে কোনো কর্মসূচীর জন্য ঐ কর্মসূচীর মোট ব্যয়ের ৫ শতাংশের বেশী দান গ্রহণ বাঞ্ছনীয় নয়।

১৪। **(ক)** কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, শাখা, জেলা ও আঞ্চলিক সমন্বয় সমিতির কার্যকরী সমিতিগুলি নিজ উদ্যোগে প্রচার, সভা, সেমিনার, কনভেনশন, প্রদর্শনী, প্রচারপত্র প্রকাশ এবং পুস্তিকা প্রকাশ করবে। এ ছাড়া নাগরিক অধিকার লঙঘনের ঘটনাগুলিতে তদন্ত দল পাঠানো, প্রশাসনের কাছে ঘটনা সম্পর্কে প্রতিবেদন ও স্মারকলিপি পেশ করা ইত্যাদি এবং অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচী ইত্যাদি পালন করবে। সংগঠনের মুখপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রচারের জন্য প্রতিটি স্তরে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৪। **(খ)** পারস্পরিক যোগাযোগ ও সাংগঠনিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি,

জেলা ও শাখা কমিটিগুলির কাজের বিবরণ কেন্দ্রীয় ভাবে সংরক্ষিত হবে। এই উদ্দেশ্যে জেলা ও শাখা সংগঠনগুলি প্রতি মাসে নির্দিষ্ট প্রোফর্মায় রিপোর্ট পাঠাবেন।

১৫। (ক) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, শাখা, জেলা ও আঞ্চলিক সমন্বয় সমিতির কার্যকরী সমিতিগুলি নিজ নিজ বিলে সদস্য চাঁদা ও অন্যান্য সাহায্য চাঁদা গ্রহণ করবে। সদস্য তালিকা, সদস্য চাঁদার ৫০ শতাংশ ও অন্যান্য সংগ্রহের অংশ (সুবিধা মত) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

১৫। (খ) জেলা, আঞ্চলিক ও শাখা সংগঠনগুলির কার্যক্রমে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন সর্বাধিক দুজন প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ বহন করবেন।

১৫। (গ) প্রতিটি জেলা, আঞ্চলিক ও শাখা সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা বা দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের রিপোর্ট ও আয়ব্যয়ের হিসাব কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১৬। (ক) নীতিগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

১৬। (খ) সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বা কার্যকরী সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ একান্ত অসম্ভব হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১৬। (গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে বহুস্বরত্বকে মর্যাদা দেওয়ার নীতি অনুসৃত হবে।

১৭। (ক) সমধর্মীয় যে কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ বা বিবৃতি দান করা যাবে। ভিন্নধর্মী গণসংগঠনের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক কর্মসূচীতে সমিতির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখা, সই করা বা অন্যান্য কর্মসূচী নেওয়া যাবে। সমিতি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোনো যৌথ কর্মসূচীতে অংশ নেবে না।

১৭। (খ) সমিতি কোনো দেশী-বিদেশী, সরকারী বা প্রাতিষ্ঠানিক অর্থসাহায্য গ্রহণ করবে না বা এই ধরণের অর্থসাহায্য গ্রহণ করে যেসব সংস্থা (সাধারণভাবে যাদের ফাণ্ডেড এন-জি-ও বলা হয়) তাদের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচীতে যাবেনা। বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তক্রমে এ ধরণের যৌথ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আহ্বানে সাড়া দেওয়া যেতে পারে। শাখা বা জেলা কমিটিগুলিও সংশ্লিষ্ট কার্যকরী সমিতির অনুমোদনক্রমে এ ধরণের যৌথ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের আহ্বানে সাড়া দিতে পারে।এ রকম সমস্ত সিদ্ধান্তই পরবর্তী কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

১৮। সমিতির কেন্দ্রীয়ভাবে একটি মুখপত্র থাকবে, যার নাম 'নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার'। (রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনে এই নাম পরিবর্তন হতে পারে) শাখা ও জেলা সংগঠনগুলিও সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুলেটিন (বিশেষ সংখ্যা সহ) প্রকাশ করতে পারবে।

১৯। সমিতির কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (সদস্যপদ বাতিল পর্যন্ত) গ্রহণের সুপরিশ করার অধিকার শাখা কমিটির এবং সংগঠনের যে স্তরের (অর্থাত শাখা বা জেলা কমিটি / কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজের সঙ্গে নির্দিষ্ট অভিযোগটি সম্পর্কিত, সেই স্তরের কমিটির থাকবে। এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে উপযুক্ত নোটিশের মাধ্যমে কারণ দেখানোর সুযোগ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট সদস্যের এ রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে সাধারণ কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানানোর অধিকার থাকবে। আবেদনপত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দশ দিনের মধ্যে পেশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কাউন্সিল।

২০। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্রের কোনো সংশোধন, সংযোজন বা কোনো ধারার পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের অধিকার দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের থাকবে। অথবা এই উদ্দেশ্যে সম্পাদকমণ্ডলীর সুপারিশে সাধারণ সম্পাদক পনেরো দিনের নোটিশে সমিতির একটি বিশেষ সাধারণ সভাও ডাকতে পারেন। প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যের ভোটে নির্ধারিত হবে।

২১। সমিতির একটি লোগো থাকবে, যা প্রচারপত্র, প্রকাশনা, লেটারহেড, ব্যানার ও অন্যত্র ব্যবহার করা হবে।

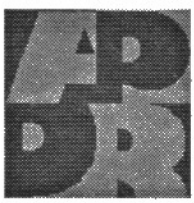


বর্গাকার লোগোটি দু রঙের। **AR** সহ বর্গের কিছু অংশ লাল। **PD** সহ বাকী অংশ কালো।

প্রয়োজনে পাশের নক্সা মত কালোর দুটি শেডেও ব্যবহার করা যাবে। ❑

১৯৪৮ সালের ১০-ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে 'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়। এই ঘোষণাপত্রের অন্যতম স্বাক্ষরকারী দেশ ভারতবর্ষ। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে'র ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "'মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র' অনুযায়ী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিমানুষের মানুষ হিসেবে পূর্ণ মানবিক মর্যাদার সুরক্ষা সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত।" নীচে ঘোষণাপত্রটির পূর্ণ বয়ান দেওয়া হল।

# মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র

## ভূমিকা

**যেহেতু,** মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যের সহজাতমর্যাদা এবং প্রত্যেকের সমান ও অনপনেয় অধিকারসমূহের স্বীকৃতি হল পৃথিবীতে স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার ও শান্তির ভিত্তি,

**যেহেতু,** মানবাধিকার সমূহের অসম্মান ও অবজ্ঞার ফলেই পৃথিবীতে বর্বরোচিত কার্যকলাপ সঙঘটিত হয়েছে, যা মানুষের বিবেককে আহত করেছে এবং যেহেতু, সমস্ত মানুষ বাক্ স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা ভোগ করবে, ভয় ও অভাব থেকে মুক্ত (হবে) এমন একটি বিশ্বের অভ্যুদয় ঘটানো সাধারণ মানুষের সর্বোচ্চ আকাঙ্খা বলে ঘোষিত হয়েছে,

**যেহেতু,** শেষ পন্থা হিসেবে মানুষকে যাতে স্বেচ্ছাচার ও নিপীড়ণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য না হতে হয়, তার জন্য আইনের শাসন দ্বারা মানবাধিকার সমূহ সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন,

**যেহেতু,** জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিকাশসাধন উৎসাহিত করা প্রয়োজন,

**যেহেতু,** রাষ্ট্রসঙেঘর (অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের) জনগণ মৌলিক মানবাধিকারসমূহের প্রতি, ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকারের প্রতি তাঁদের আস্থা (রাষ্ট্রসঙঘ) সনদে পুর্নজ্ঞাপন করেছেন এবং ব্যাপকতর স্বাধীনতার মধ্যে সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নততর জাবনযাত্রার মান অর্জন উৎসাহিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

**যেহেতু,** এই অঙ্গীকার সম্পূর্ণরূপে পালনের জন্য অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ উপলব্ধি থাকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ,

**তাই, এখন,**

**সাধারণ পরিষদ**

সমস্ত মানুষের এবং সমস্ত জাতির অগ্রগতির একটি সাধারণ আদর্শরূপে 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র' গ্রহণ করছে এই উদ্দেশ্যে, যাতেপ্রতিটি ব্যক্তি

ও প্রতিটি সামাজিক সংগঠন এই ঘোষণাপত্র সর্বদা মনে রেখে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মাধ্যমে এইসব অধিকার ও স্বাধীনতাগুলির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন উৎসাহিত করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নয়নশীল ব্যবস্থাগ্রহণের মাধ্যমে সদস্যরাষ্ট্রগুলি নিজেদের জনগণের মধ্যে ও তাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডসমূহের জনগণের মধ্যে এইসব অধিকার ও স্বাধীনতাগুলির সার্বজনীন স্বীকৃতি ও মান্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়।

**ধারা ১** ঃ সমস্ত মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের দিক থেকে সমান। তাঁরা যুক্তিবোধ ও বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং প্রত্যেকের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আচরণ করা উচিত।

**ধারা ২** ঃ জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্য মতবিশ্বাস, জাতিগত বা সামাজিক পরিচয়, সম্পত্তি, জন্মগত বা অন্য অবস্থান নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এই ঘোষণাপত্রে বিধৃত সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি ভোগ করার অধিকারী। উপরন্তু কোনো ব্যক্তি যে দেশ বা ভূখণ্ডের অন্তর্গত, তার রাজনৈতিক, এক্তিয়ারগত বা আন্তর্জাতিক অবস্থানের ভিত্তিতে কোনোরকম বৈষম্য করা চলবেনা, সেই দেশ বা ভূখণ্ড স্বাধীন, অছিভূক্ত, অস্বায়ত্তশাসনাধীন বা সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে অন্য যে কোনো ভাবেই সীমাবদ্ধ হোক না কেন।

**ধারা ৩** ঃ প্রত্যেকেরই রয়েছে জীবন, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার।

**ধারা ৪** ঃ কাউকেই ক্রীতদাসত্বে বা দাসত্বে আটক রাখা যাবে না। সমস্ত ধরণের ক্রীতদাসত্ব ও ক্রীতদাসব্যবসা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হবে।

**ধারা ৫** ঃ কাউকেই নির্যাতন করা বা কারো প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অবমাননাকর আচরণ করা বা শাস্তিপ্রদান করা যাবেনা।

**ধারা ৬** ঃ প্রত্যেকেই সর্বত্র আইনের চোখে একজন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার অধিকারী।

**ধারা ৭** ঃ আইনের চোখে প্রত্যেকেই সমান এবং কোনোরকম বৈষম্য ব্যতিরেকে আইনী সুরক্ষা পাবার অধিকারী। প্রত্যেকেরই এই ঘোষণাপত্রের কোনোরকম উল্লঙ্ঘনের দ্বারা সৃষ্ট বৈষম্যের বা এ রকম কোনো উল্লঙ্ঘনের প্ররোচনাসৃষ্টির বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাওয়ার সমান অধিকার আছে।

**ধারা ৮** ঃ সংবিধান বা আইনে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলিকে লঙ্ঘন করে এমন যে কোনো কাজের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে প্রত্যেকেরই কার্যকর প্রতিবিধান পাবার অধিকার আছে।

**ধারা ৯** ঃ কাউকেই যথেচ্ছভাবে গ্রেপ্তার করা, আটক রাখা বা নির্বাসিত করা হবেনা।

**ধারা ১০** ঃ প্রত্যেকেরই পূর্ণ সমানাধিকারের ভিত্তিতে নিজের অধিকার ও দায়বদ্ধতা নির্ধারণের জন্য এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত কোনো ফৌজদারী অভিযোগের বিষয়ে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর সামনে ন্যায়সঙ্গত ও প্রকাশ্য শুনানীর অধিকার আছে।

**ধারা ১১** ঃ (ক) আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত গ্যারাণ্টীসহ আইনানুগ প্রকাশ্য বিচারে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই নির্দোষ বলে বিবেচিত হওয়ার অধিকার আছে।

(খ) কাউকেই পূর্বে কৃত এমন কোনো কাজ বা বিচ্যুতির জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে দোষী সাবাস্ত করা চলবেনা, যদি না সেই কাজ করা বা বিচ্যুতি ঘটার সময় তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক আইন্যনুসারে শাস্তিযোগ্য অপরাধ থেকে থাকে। কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘটার সময় ঐ কাজের জন্য যে শাস্তি নির্দ্ধারিত ছিল, কাউকেই তার চেয়ে বেশী শাস্তিও দেওয়া যাবেনা।

**ধারা ১২** ঃ কোনো ব্যক্তির নিজস্ব গোপনীয়তা, পরিবার, বাসগৃহ এবং চিঠিপত্র আদানপ্রদানের বিষয়ে যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করা অথবা তাঁর সম্মান ও মর্যাদাকে অহেতুক আক্রমণের শিকার করা হবেনা। এ রকম হস্তক্ষেপ ও আক্রমণের বিষয়ে প্রত্যেকের আইনী সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে।

**ধারা ১৩** ঃ (১) প্রত্যেকেরই নিজ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে চলাফেরা করার স্বাধীনতা ও বসবাস করার অধিকার আছে।

(২) প্রত্যেকেরই তার নিজের দেশ সহ যে কোন দেশ পরিত্যাগের এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের অধিকার আছে।

**ধারা ১৪** ঃ (১) প্রত্যেকেরই নিপীড়ণের কারণে অন্য কোনো দেশে আশ্রয় চাইবার এবং তা ভোগ করবার অধিকার আছে।

(২) প্রকৃতই অরাজনৈতিক অপরাধ থেকে অথবা রাষ্ট্রসঙ্ঘের নীতি ও উদ্দেশ্যের বিরোধী কোনো কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত নিপীড়ণের ক্ষেত্রে এই অধিকার প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

**ধারা ১৫** ঃ (১) প্রত্যেকেরই জাতীয়তার অধিকার আছে।

(২) কাউকেই যথেচ্ছভাবে তার জাতীয়তা থেকে বঞ্চিত করা হবেনা বা তার জাতীয়তা পরিবর্তনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবেনা।

**ধারা ১৬** ঃ (১) জাতি, নাগরিকত্ব বা ধর্ম নির্বিশেষে পূর্ণবয়স্ক প্রত্যেক নারী ও পুরুষের বিবাহ করার ও সংসার গড়ার অধিকার আছে। বিবাহ করার বিষয়ে, বিবাহের

সময় এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে উভয়েই সমান অধিকার পাবার অধিকারী।

(২) বিবাহে ইচ্ছুক নারী-পুরুষের স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতিক্রমেই কেবলমাত্র বিবাহ হতে পারবে।

(৩) পরিবার হল সমাজের স্বাভাবিক ও প্রাথমিক গোষ্ঠী-একক এবং তা সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা পাবার অধিকারী।

**ধারা ১৭** ঃ (১) প্রত্যেকেরই এককভাবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে যৌথভাবে সম্পত্তির মালিক হওয়ার অধিকার আছে।

(২) কাউকেই তার সম্পত্তি থেকে যথেচ্ছভাবে বঞ্চিত করা যাবেনা।

**ধারা ১৮** ঃ প্রত্যেকেরই চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার আছে। নিজের ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা এবং এককভাবে বা অন্যদের সঙ্গে সম্প্রদায়গতভাবে, প্রকাশ্যে অথবা ব্যক্তিগতভাবে প্রচার, অনুশীলন, উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে নিজের ধর্ম বা বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটানোর স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

**ধারা ১৯** ঃ প্রত্যেকেরই মতবিশ্বাসের ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার আছে। কোনো রকম হস্তক্ষেপ ছাড়া মতপোষণ করার অধিকার এবং সীমানা নির্বিশেষে যে কোনো মাধ্যমে তথ্য ও মতামত চাওয়া, গ্রহণ করা এবং প্রেরণ করার স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

**ধারা ২০** ঃ (১) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন গড়ার অধিকার আছে।

(২) কাউকেই কোনো সংগঠনে অন্তর্ভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

**ধারা ২১** ঃ (১) প্রত্যেকেরই সরাসরি বা স্বাধীনভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে দেশের সরকারে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে।

(২) প্রত্যেকেরই নিজ দেশের সরকারী চাকুরী পাবার সমান অধিকার আছে।

(৩) গোপন ব্যালটের দ্বারা অথবা অন্য কোনো সমতুল্য অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে, সার্বজনীন ও সমান ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের কর্তৃত্বের ভিত্তি।

**ধারা ২২** ঃ সমাজের সদস্যরূপে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তা পাবার অধিকার আছে এবং জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সঙ্গতি অনুযায়ী নিজের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের জন্য অপরিহার্য

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায় করার অধিকার প্রত্যেকের আছে।

**ধারা ২৩ ঃ** (১) প্রত্যেকেরই কাজ পাবার অধিকার, নিজের পছন্দ অনুযায়ী কর্মনিযুক্তির অধিকার, অনুকূল ও ন্যায়সঙ্গত কাজের পরিবেশের অধিকার এবং বেকারীত্বের বিরুদ্ধে সুরক্ষা পাবার অধিকার আছে।

(২) কোনো রকম বৈষম্য ছাড়া প্রত্যেকে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাবার অধিকারী।

(৩) কর্মরত প্রতিটি মানুষ ন্যায়সঙ্গত এবং নিজের ও নিজের পরিবারের মানুষের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ জীবনধারণের পক্ষে উপযুক্ত মজুরী পাবার এবং প্রয়োজন হলে সামাজিক সুরক্ষার অন্যান্য পদ্ধতির দ্বারা সহায়তা পাবার অধিকারী।

(৪) নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার ও তাতে যোগ দেবার অধিকার আছে।

**ধারা ২৪ ঃ** (১) প্রত্যেকেরই কাজের সময়ের যুক্তিসঙ্গত সীমা এবং পর্যায়ক্রমে সবেতন ছুটির অধিকার সহ বিশ্রাম ও অবসর যাপনের অধিকার আছে।

**ধারা ২৫ ঃ** (১) প্রত্যেকেরই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা সহ নিজের ও নিজের পরিবারের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার মান পাবার এবং প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা পাবার এবং বেকারীত্ব, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধকতা, বৈধব্য, বার্ধক্য বা নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এমন কোনো কারণে জীবিকা বঞ্চিত হলে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।

(২) মাতৃত্বের সময় এবং শৈশবকালে সকলেরই বিশেষ যত্ন ও সহায়তা পাবার অধিকার আছে। বিবাহবন্ধনের ফলে জাত হোক বা না হোক প্রত্যেক শিশুরই সমভাবে সামাজিক নিরাপত্তা পাবার অধিকার আছে।

**ধারা ২৬ ঃ** (১) প্রত্যেকেরই শিক্ষার অধিকার আছে। শিক্ষা হবে অবৈতনিক, অন্ততঃপক্ষে প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষাস্তরে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে প্রত্যেকেরই আয়ত্তাধীন হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী সকলেরই উচ্চশিক্ষা পাওয়ার অধিকার আছে।

(২) শিক্ষা পরিচালিত হবে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে। শিক্ষা জাতিসমূহের মধ্যে এবং বর্ণগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও মৈত্রী প্রসারিত করবে, শান্তিরক্ষার্থে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্যকলাপকে

উৎসাহিত করবে।

(৩) কোনো শিশু কি ধরণের শিক্ষা গ্রহণ করবে তা নির্ধারণের প্রাথমিক অধিকার তার পিতা-মাতার।

**ধারা ২৭ ঃ** (১) প্রত্যেকেরই সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অবাধ অংশগ্রহণের, শিল্পকলাসমূহ উপভোগের এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও তার সুফলগুলির ভাগীদার হওয়ার অধিকার আছে।

(২) প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সৃষ্ট বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক বা শৈল্পিক কাজকর্ম থেকে জাত নৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার অধিকার আছে।

**ধারা ২৮ ঃ** প্রত্যেকেরই এই ঘোষণায় বিধৃত অধিকার ও স্বাধীনতাগুলিকে পূর্ণমাত্রায় কার্যকর করার উপযোগী সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা পাবার অধিকার আছে।

**ধারা ২৯ ঃ** (১) যে সমাজ পরিবেশেই কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজ ব্যক্তিত্বের অবাধ ও পূর্ণমাত্রায় বিকাশ সম্ভব, তার প্রতি প্রত্যেকেরই কর্তব্য আছে।

(২) নিজের অধিকার ও স্বাধীনতাগুলি ভোগ করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কেবলমাত্র অন্যান্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাগুলির প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি সুনিশ্চিত করার জন্য এবং নৈতিকতা, গণশৃঙ্খলা ও গণতান্ত্রিক সমাজের সাধারণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে আইন দ্বারা নির্ধারিত বিধিনিষেধগুলির দ্বারাই সীমাবদ্ধ হবেন।

(৩) এই অধিকার ও স্বাধীনতাগুলিকে কোনোভাবেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহের পরিপন্থীভাবে প্রয়োগ করা যাবেনা।

**ধারা ৩০ ঃ** এই ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত কোনো কিছুকেই এমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবেনা, যাতে কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর উপর এই ঘোষণাপত্রে বিধৃত কোনো অধিকার ও স্বাধীনতা খর্ব করার লক্ষ্যে কোনো কার্যকলাপ চালাতে পারার বা কোনো কাজ করতে পারার অধিকার বর্তায়। ❑

# গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি(APDR)

## সদস্যপদের আবেদনপত্র

*সদস্য ঃ সাধারণ / শুভানুধ্যায়ী* *সরাসরি / শাখা*

নাম .....

ঠিকানা (বর্তমান) .....

.....

ঠিকানা (স্থায়ী) .....

.....

বয়স..... পেশা.....

*আমি সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গঠনতন্ত্র সম্পর্কে অবহিত ও তা মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।*

**তারিখ**..... **স্বাক্ষর**.....

**প্রস্তাবক**..... শাখা .....

..... এর সদস্যপদের আবেদন গৃহীত হল।

রসিদ নং..... টাকা ..... তারিখ .....

সভাপতি কোষাধ্যক্ষ আদায়কারীর স্বাক্ষর

**• সমিতির আইন / চিকিৎসা / প্রকাশনা বা অন্য বিশেষ ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে তা উল্লেখ করতে পারেন** .....

.....

**• অন্য কোনো মানবাধিকার / নাগরিক অধিকার সংগঠন /আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তা উল্লেখ করতে পারেন** .....

.....

# অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সনদ (Covenants), প্রোটোকল (Protocols), কনভেনশান (Conventions), ঘোষণাপত্র (Declarations) ও অন্যান্য দলিল

[ সংশ্লিষ্ট দলিলটি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রথম গৃহীত (adoption) হওয়ার তারিখটি দেওয়া হল। সাধারণ অধিবেশনে গ্রহণের পর কোনো রাষ্ট্র সেটিতে স্বাক্ষর করলে ঐ রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট দলিলের রাষ্ট্রীয় পক্ষ (State party) রূপে গণ্য হয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক রাষ্ট্র স্বাক্ষর করার পর একটি নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট দলিলটি বলবৎ (comes into force) হয়। এর পর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক সেটি অনুমোদন (Ratify) ও নিজ দেশের আইন ও বিধিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হয়। উল্লেখ্য দলিলগুলির আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সহমত হিসাবে এগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ভারত এর অনেকগুলিতে স্বাক্ষর করেনি, কয়েকটিতে স্বাক্ষর করলেও Ratify করেনি। যেগুলি করেছে তার বিষয়বস্তু ভারতীয় আইন ও বিধিতে অঙ্গীভূত করার কাজও তেমন এগোয়নি। ]

১। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ (International Covenant on Civil and Political Rights–ICCPR) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬

২। ICCPRএর প্রথম ঐচ্ছিক প্রোটোকল (First Optional Protocol to the ICCPR) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬

৩। মৃত্যুদণ্ড বিলোপ সংক্রান্ত ICCPRএর দ্বিতীয় ঐচ্ছিক প্রোটোকল (Second Optional Protocol to the ICCPR aiming at abolition of death penalty) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬

৪। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights–ICESCR) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬

৫। মহিলাদের বিরুদ্ধে সমস্ত রকম বৈষম্য নির্মূলীকরণ বিষয়ে কনভেনশান (Convention on Elimination of all forms of Discrimination against Women-CEADW) ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৯

৬। CEADW-এর ঐচ্ছিক প্রোটোকল (Optional Protocol to the CEADW) ২২ ডিসেম্বর ২০০০

৭। সমস্ত রকম জাতিগতবৈষম্য নির্মূলীকরণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক কনভেনশান (International Convention on Elimination of all forms of Racial Discrimination) ৪ জানুয়ারী ১৯৬৯

৮। উদ্বাস্তুদের মর্যাদা সম্পর্কিত ১৯৫১-এর কনভেনশান (International Convention relating to the Status of Refugees, 1951 )

৯। উদ্বাস্তুদের মর্যাদা সম্পর্কিত প্রোটোকল (Protocol on the Status of Refugees)

১০। নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ ও শাস্তিবিরোধী কনভেনশান (Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or

Degrading Treatment or Punishment)

১১। মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূলীকরণ বিষয়ে ঘোষণাপত্র (Declaration on the Elimination of Violence against Women)

১২। শিশুদের অধিকার বিষয়ে কনভেনশান (Convention on the Rights of Child) ২০ নভেম্বর ১৯৮৯

১৩। জোর করে নিরুদ্দেশ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষা বিষয়ে ঘোষণাপত্র (Declaration on Protection of all persons from Enforced Disappearance) ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯২

১৪। উন্নয়নের অধিকার বিষয়ে ঘোষণাপত্র (Declaration on Right to Development) ডিসেম্বর ১৯৮৬

১৫। জাতি বা সম্প্রদায়, ধর্ম বা ভাষাগত দিক থেকে সংখ্যালঘু ব্যক্তিদের অধিকার বিষয়ে কনভেনশান (Convention on the Rights of Persons belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities) ডিসেম্বর ১৯৯৩

১৬। ধর্ম ও বিশ্বাস ভিত্তিক সমস্ত রকম বৈষম্য ও অসহিষ্ণুতা নির্মূলীকরণ বিষয়ে ঘোষণাপত্র (Declaration on the Elimination of all forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief ) ডিসেম্বর ১৯৮১

১৭। যে কোনো ধরণের গ্রেপ্তার বা আটক অবস্থায় সমস্ত ব্যক্তির সুরক্ষা বিষয়ে নীতিমালা (Body of Principles for Protection of all persons under any form of Detention or Imprisonment) ডিসেম্বর ১৯৮৮

১৮। বন্দীদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত মৌলিক নীতিসমূহ (Basic Principles for Treatment of Prisoners)

১৯। বন্দীদের প্রতি আচরণ সংক্রান্ত সাধারণ ন্যূনতম নিয়মাবলী (Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners) জুলাই ১৯৫৭ ও মে ১৯৭৭

২০। বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতা সংক্রান্ত মৌলিক নীতিসমূহ (Basic Principles for Independence of the Judiciary) ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

২১। অপরাধ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতিসমূহ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র (Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

২২। সার্বজনীন মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাসমূহের সুরক্ষা ও প্রসারের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সামাজিক সংগঠনসমূহের দায়িত্ব ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র (Declaration on Rights and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognised Human Rights and Fundamental Freedoms ) ৮ মার্চ ১৯৯৯

২৩। গণহত্যার অপরাদের শাস্তিবিধান ও গণহত্যা প্রতিহত করার জন্য কনভেনশান (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of genocide) ৯ ডিসেম্বর ১৯৪৮

২৩। ফৌজদারী অপরাধের (গণহত্যা সহ) বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতের নিয়মাবলী ( Statute of International Criminal Court –Rome Statute) জুন. ১৯৯৮ ❑

**Association For Protection of Democratic Rights (APDR)**
**18 Madan Boral Lane Kolkata 700 012**
**Email :** *apdr.wb@gmail.com*
**website :** *https://apdrwb.in*

**AIMS & OBJECTIVES**
**CONSTITUTION**
**UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (UDHR)**
**MEMBERSHIP APPLICATION FORM**

২৩ ডিসেম্বর, ২০১২ রিষড়া হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে ধীরাজ সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ১৮ মদন বড়াল লেন, কোলকাতা ৭০০ ০১২ থেকে প্রকাশিত্ব ।

মার্চ ২০১৩
মূল্য ৫ টাকা